সতী রুমুনা ঝুমুনার পালা

(১)

শুনেন সবে ভক্তি ভাবে করি নিবেদন,
রুমুনা ঝুমুনার পালা করিবেন শ্রবণ।
পূর্বেতে হাসানাবাদ পরগনায় ছিল রাজা চন্দ্রকেতুর বাস,
দেবে দ্বিজে ভজি রাজার শমনে পায় ত্রাস।
ধন ধান্যে পূর্ণ রাজার নাহি লেখা জোকা,
হাতী শালে হাতী রাজার ঘোড়া শালে ঘোড়া।
নিকটেই ইছামতী নদীর প্রধান,
তাহাতে ভাসিত রাজার ডিঙা চৌদ্দশ খান।
দশদিকে যাইতো রাজার বাণিজ্যের বেসাতি,
যবন বেনিয়া কত করিত সঙ্গতি।
দক্ষিণে কপিল নাম মহা জাগ্রত মুণি,
সেই পর্যন্ত ছিল রাজার রাজ্য রাজধানী।
ইন্দিপরব করে রাজা বিলায় লক্ষ ধন,
স্বর্গেতে পড়িল টনক কাঁপে ত্রিভুবন।
দেবগণে যুক্তি করে কে এই মহামতী,
ইন্দিপরব সাঙ্গ হইলে রাজা পাবে স্বর্গ রাজধানী।
চিন্তিয়া ভাবিয়া ইন্দ্র করে যুক্তি মা গঙ্গার সহিতে,
তুমি দেবী না করিলে দয়া স্বর্গ না পারি রাখিতে।
গঙ্গা বলে, কী সমাচার কহগো আমারে,
অবশ্য করিব কার্য যদি লাগে তব কাজে।
ইন্দ্র বলে, শোন দেবী, শোন দিয়া মন,
দক্ষিণেতে আছে এক চন্দ্রকেতু রাজন।
ইন্দ্রধ্বজ পূজা সে যে করিবে সমাপন,
ইহার ফলেতে স্বর্গে তার অবশ্য গমন।
পুণ্যের ফলেতে রাজা যদি নতুন স্বর্গ বানাইতে চায়,

অবশ্য লভিবে তায় কথা মিথ্যা নয়।
পাপী তাপী উদ্ধারিতে রাজা হেথায় স্বর্গ বানাইতে চায়,
তোমারে আমন্ত্রণ তিনি করিবেন নিশ্চয়।
তোমারে মিনতি করি শুন গঙ্গা দেবী
চন্দ্রকেতুর ডাকে সাড়া না দিও আপুনি।
গঙ্গা বলে, দেবরাজ, সত্যবদ্ধ আমি,
মহাভক্ত চন্দ্রকেতুর ডাক কেমনে দিব ফেলি।
তোমাদের হিতার্থে এক কার্য করিতে পারি,
অনাচার হেরিলে সেথা পরিত্যাজ্য করি।
তথাস্তুঃ তথাস্তুঃ বলি ইন্দ্র করিল প্রস্থান,
আহুতির দিন ক্রমে হইল আগুয়ান।
সর্বদেব নিমন্ত্রণ করি রাজা পূজে গঙ্গা দেবী,
কী বা বর চাও রাজা বল তো আপুনি।
রাজা বলে, শোন মাতা, আমি অভাজন,
পাপী তাপীর লাগি মন মোর কান্দে অনুক্ষণ।
স্বর্গেতে না যাইতে চাই মোর প্রজাগণে ছাড়ি,
মনেতে বাঞ্ছে আছে এখানে এক নতুন স্বর্গ গড়ি।
তুমি যদি চল মাতা মোর রাজ্য রাজধানী,
তোমার পরশে উদ্ধারিবে নরে তুমি পতিতপাবনী।
গঙ্গা বলে, শোন রাজা, তুমি ভক্তেরি প্রধান,
তব অভিলাষ পূরাইবো না হইবে আন।
অনাচার, কদাচার আমার যাত্রাপথে কভু যেন নাহি হয়,
সেইমত কার্য তুমি করিও নিশ্চয়।
তাহাই হইবে মাতা দশহরার দিনে,
তোমারে পূজিয়া নিতে মুই আসিব এইখানে।
এত বলি চলে রাজা হরিষ অন্তরে,
যজ্ঞের আয়োজন করে পূজার মন্দিরে।
এদিকে ইন্দ্ররাজা কৌশলে এক কর্ম করে,
মুনিষ্যি সাজিয়া চলে গাজী বড়খাঁর দরবারে।

গাজী বরখাঁ ছিল ভাটীর অধিশ্বর,
তাহারে ইন্দ্র দিল এক নূতন সমাচার।
ইন্দ্র বলে, শোন গাজী, তুমি মোর দোস্ত,
এক জরুরী বার্তা দিতে তোমায় করিয়াছি মনস্ত।
দক্ষিণের চন্দ্রকেতু রাজা করিয়াছে স্থির,
ভাটী হইতে খেদাইয়া তোমায় করিবে অস্থির।
এখনও হিত যদি চাও, শোন দিয়া মন,
বলিনু সত্য কথা না ভাব স্বপন।
দশহরার দিনে যখন আনিবে গঙ্গা মাই,
অবশ্য তোমার তখন তারে বাধা দেওয়া চাই।
এই মত কর যদি কর্ম সমাপন,
ভাটীর দেশেতে তুমি রহিবে প্রধান।
গাজী বলে, চন্দ্রকেতু মোর বন্ধু হয় যে বড়,
অকারণে ক্ষতি তার করি ক্যামনে চিন্তিতেছি বড়।
ইন্দ্র বলে, অকারণে প্রাণীহত্যা সর্বধর্মে মানা,
লক্ষ নরবলি দিবে রাজা মন করিছে বাসনা।
ইহার উপর হয় যদি সে তোমার অধীশ্বর,
দুনিয়া মাঝারে আর তোমার রবে না কদর।
নরবলির কথা শুনি গাজীর হইল বিষম গোস্বা,
চন্দ্রকেতু রাজায় জব্দ করিতে করিল বিষম প্রতিজ্ঞা।
এদিকেতে যজ্ঞের দিন হইলো সমাগত,
তেত্রিশ কোটী দেবতায় পূজে রাজা, পূজে বিধি মত।
মহাবাদ্য কোলাহল, শঙ্খ নিয়া হাতে,
চন্দ্রকেতু রাজায় চলে গঙ্গায় আনিতে।
চলে রাজা, চলে মন্ত্রী, শাস্ত্রীরা সাবধান,
আদি গঙ্গায় আসিয়া রাজা পাইলেন দরশন।
পূর্বের স্বীকৃত মত গঙ্গাদেবী আসিতে লাগিল,
দুই তীরে মহা উল্লাসে হুলুধনি দিল।
কত পথ, কত ঘাট, পার হইয়্যা শেষে,

পৌঁছাইলো গঙ্গার ধারা চন্দ্রকেতুর দেশে।
এদিকেতে গাজী দেখেন আর তো বিলম্ব নাই,
যাহা কিছু করিবার করিব নিশ্চয়ই।
একবার গঙ্গা যদি পৌঁছায় চন্দ্রকেতুর দেশে,
অবশ্য প্রমাদ ঘটিবে তার হইবে অবশেষে।
এইরূপ চিন্তিয়া গাজী তখন কয়টা কাটা গরুর মাথা
আনিয়া ফেলিল,
যে পথে গঙ্গা দেবী আসিতে লাগিল।
অপবিত্র পর্শনে গঙ্গা ক্রোধান্বিত হইল,
সেইও দণ্ডে গঙ্গা মাই পশ্চাৎগামী হইল।
ষড়যন্ত্র বুঝিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল,
কান্দিতে কান্দিতে রাজা ভূমে লোটাইয়া পড়িল।
গঙ্গা বলে, শোন রাজা, সত্যভঙ্গ করলা অবশেষে,
আর না যাইব মুই তোমারও ঐ দেশে।
আমন্ত্রণ করিয়া মোরে দিলা মনস্তাপ,
এই না কারণে তোমায় দিলাম অভিশাপ।
তোমার ক্ষতির তুমি না পাইবে পরিমাণ,
এইও দণ্ডে সব্বংশে হইবা নিধান।
যেই না মুহূর্তে দাবী হইল অদর্শন,
ঊনকোটি বায়ু আসি হইল আধিষ্ঠান।
সেইও দণ্ডে মা বাসুকী কাঁপিতে লাগিল,
ভূমিকম্প আরম্ভিলে রাজার রাজ্যপাট রসাতলে গেল।
সাতদিন, সাত রাত্তির সে তাণ্ডব চলিতে লাগিল,
চন্দ্রকেতুগড়ের চন্দ্র অস্তাচলে গেল।
অনেক দিন হইলে গত কুঃস্বপ্নের মত,
মুনিষ্যে ভুলিয়া গেল চন্দ্রকেতুর বৃত্তান্ত।
আজিতক যে পর্যন্ত গঙ্গা গিয়াছিল চন্দ্রকেতুর সঙ্গে,
'দে-গঙ্গা' নাম ধারণ করিয়াছে বঙ্গে।
'বেড়াচাপায়' চাপা পইল রাজার রাজ্য রাজধানী,

'ধনপোতা' নাম নেয় রাজার কোষাগার ভিটি।
এই না রাজার এক বংশধর ভগীরথ যার নাম,
স্রোতেতে ভাসিয়া আসে চান্দখালি ধাম।
যে নদীর সাথে ছিল রাজপুরীর গুপ্ত যোগাযোগ,
'দেউল পোতার সোতা' এবে বলে সর্বলোক।
দেউল পোতার সোতা দিয়া ভগীরথ ভাসিয়া চলিল,
ভাসিতে ভাসিতে শেষে এক চরেতে ঠেকিল।
চরেতে বসতি করে ভগীরথ বসতি স্থাপিয়া,
'চান্দখালি' নাম রাখে স্থানের রাজারে স্মরিয়া।
ভগীরথের পুত্র ছিল জগন্নাথ বেনিয়া,
তার পুত্র স্বরূপচাঁদের কথা শোন মন দিয়া।

(২)

দক্ষিণে ভাটীর দেশ চান্দখালি গাঁয়ে,
স্বরূপ বেনিয়ার ছিল এক সন্দরী মেয়ে।
রূপে গুণে অনুপম ঝুমুনা তাহার নাম,
হলুদ বরণ গাত্র যার অঙ্গটি সুঠাম।
ষোড়শ বচ্ছর হইল কন্যার বিয়া নাহি হয়,
স্বরূপ বেনিয়া তখন ঘটককে ডাকায়।
ঘটক বলে, সাধু, তুমি চিন্তা কর কিসের,
উত্তর হইতে পাত্র এক আনিব বিশেষ।
এই কথা বলিয়া ঘটক ছাতি, লাঠি নেয়,
সাঁঝ সঞ্ঝাকালে ঘটক গিয়া রায়মঙ্গল পৌঁছায়।
রায়মঙ্গলে ছিল এক অবণী চাঁদ সাউ,
তার মত সাধু এই ভাটিতে আর না আছিল কেউ।
ঘটক বলে, সাধুমশাই, এক নিবেদন করি,
আপনার আছে যোগ্য পুত্র, তার বিয়ার প্রস্তাব করি।
চান্দখালি গাঁয়ে আছে স্বরূপ বেনিয়া,
তার কন্যা ঝুমুনা রূপে গুণে ধইন্যা।

আপনার পুত্র মোহন যার দেশ বিদেশে খ্যাতি,
এই কন্যার যোগ্য পাত্র বুঝিলাম খাঁটি।
সাধু বলে, মহাশয়, স্বরূপ আমার দোস্ত,
তার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহে করিলাম মনস্ত।
সম্মুখে চৈত্রমাস মোম-মধুর সময়,
বৈশাখে ফিরিয়া ঘরে, পুত্রের বিবাহ দিব যে নিশ্চয়।
এত শুনি ঘটকবর চলে নিজ বাসে,
দেখিয়া ঘটকে স্বরূপ পুলকেতে ভাসে।
ঘটক বলে, সাধু মশাই, চিন্তা আর কেন,
কন্যার বিবাহের আয়োজন এই দণ্ডেই কর।
কিন্তু একটি কথা তোমায় স্মরণ করান চাই,
পথেতে কেঁদোখালি গাঁও এক আছে, জানেনত নিশ্চয়ই।
কেঁদোখালিতে আছে জেনো দক্ষিণ রায়ের থানা,
জামাই আনিবার কালে হেথায় অবশ্য দিও পূজা।
স্বরূপ বলে, ঘটক মশাই, না ভাবিও আন,
বাবা দক্ষিণ রায়ের পূজায় অবশ্য দিব মান্যমান।
এত বলি স্বরূপ বেনিয়া হরিষ অন্তরে,
অন্দরে বারতা দেয় মহা কলরবে।
শুনিয়া বেনিয়া গিন্নী আনন্দেতে ভাসে,
তাম্বুলাদি দিয়া সব পড়শীকে ডাকে।
এইরূপ কিছুদিন হইল গত,
ঝুমুনার বিবাহের বয়ান এইবার শুনুন বিধিমত।

(৩)

বৈশাখ মাসে ফেরে সাধু বাদাবন হইতে,
মোম মধু সাত ডিঙা আনিল সহিতে।
মোম মধু বিক্রি করি সাধুর হরষিত মন,
শুক্লপক্ষেতে করে বিবাহের দিন নিরূপণ।
সিং দরজায় বসিল সানাই উঠানে সামিয়ানা,

চাঁন্দখালি গাঁয়ে পড়ল আনন্দের আলপনা।
কেহ খায়, কেহ গায়, নাচে কেউ বা রঙ্গে,
ঝুমুনার হইবে বিয়া মোহন বেনিয়ার সঙ্গে।
নামেতে মোহন যার রূপে চান্দপানা,
খেসারীর ডাইলের মত অপূর্ব দেহ খানা।
হস্ত দুখান লোহার শাবল বক্ষটি বিশাল,
সেই বক্ষে আলিঙ্গন হইলে ঝুমুনার বড়ই কপাল।
বিয়ার সাজে সজ্জ হইল মোহন বেনিয়া,
চৌ-দোলা চাপিয়া চলে বরযাত্রী নিয়া।
আগে চলে মশালধারী পিছে তীরন্দাজ,
বাদ্যবাদন চলে সঙ্গে বিয়ার চলন করে আন্দাজ।
খুশীতে বেনিয়ার পো করে ডগমগ,
বন্ধু জনার সাথে করে নানা রঙ্গ।
হেনকালে সাইঁঝা কালে পৌঁছাইলো চান্দখালি গাঁয়,
সানাই বাজাইয়া বেনিয়া স্বাগত জানায়।
উপরে চান্দোয়া শোভে নিচেতে ফরাশ পাতা,
তার মধ্যে বানিয়ারপোর আসন যেন বিলের পদ্মপাতা।
চৌ-দিকে মহা সোরগোল কান পাতা দায়,
টিকারা নাগেরা বাজে বিয়ার গান গায়।
হেনকালে রাত হইল সোয়া দুই প্রহর,
বর আসিয়া দাঁড়াইলো পিঁড়ির উপর।
স্ত্রী-আচার, কুলাচার, দেশাচার মতে,
যত কিছু কর্ম ছিল শেষ করে আগে।
পুরোহিতের মন্ত্র শেষে শুভদৃষ্টির বেলা,
কী জানি কী লেখিয়া দিল অলক্ষ্যের ধাতা।
শঙ্খ বাজে, তম্বুরা বাজে, বাজেরে মৃদঙ্গ,
বরযাত্রী সবে মিলে করে নানা রঙ্গ।
সুখের বাসর রাতি গেল পোহাইয়া,
ঘরে ফিরিবার তাড়া করে মোহন বেনিয়া।

বেলা দুই পহর, ঘরেতে যাত্রা করে বরযাত্রীগণ,
মঙ্গলাচারে বিদায় দেয় পুরনারীগণ।
এইরূপে লোকজন নববধূ নিয়া,
ভাটির দেশ ছাড়ি চলে উজানে বাহিয়া।
মহা হট্টগোল, কোলাহলে সকলেই ব্যস্ত,
বাবা দক্ষিণরায়ের কথা আত কারও না হইল মনস্ত।
ঘরেতে ফিরিয়া মোহন মাতার সমীপে,
বলে, দেখ মাতা, দাসী আনিয়াছি তোর তরে।
মাতা বলে, বউ আমার পয়মন্ত খুব,
এই বছর লাভালাভ হইয়াছে প্রচুর।
হাসি, গান, নৃত্য, গীতে গেল কয় দিন,
অষ্টমঙ্গলার দিন হইল অসীন।
নববধূ নিয়া মোহন চলে শ্বশুর গৃহে,
পিছন হইতে কী জানি কে চলিল সাথে সাথে।
স্বরূপ বেনিয়ার গৃহ অতি মনোহর,
স্বর্গের ইন্দির পুরী তার কাছে কোন ছাড়।
বাড়ির চৌদিকে পরিখা কাটা তার আগে বেড়া,
বেড়ার উপর শোভে কত হাঙ্গরের কাঁটা।
কুড়ি হস্ত পরিমিত কাঠের বেড়া যার,
সেই ঘরে দুশমন আসা সহজ কি আর।
প্রথম রজনীতে মোহন সুখে নিদ্রা যায়,
পর দিবসে শ্বশুর গৃহে চিন পরিচয় হয়।
তৃতীয় দিন নিশারাত্রে ভোজনের শেষে,
ঝারি হস্তে বাহির হয় মোহন মুখ ধুইবার আশে।
আগে যায় মোহন সাধু পিছনেতে কেউ,
মশাল নিয়ে এগিয়ে এলেন ঝি-দাসী বা কেউ।
মুখ ধুইয়া যেই ক্ষণে মোহন ফিরিতে যায় ঘরে,
সেইও না মুহূর্তে এক অঘটনও ঘটে।
কোথা হতে এলো বাঘ কেউ না দেখিল,

বেড়া ডিঙাইয়া মোহনের উপর পড়িল।
নিমিষে দক্ষিণরায়ের চেলা মোহনকে স্কন্ধে নিয়া তোলে,
কুড়ি হস্ত বেড়া ডিঙাইয়্যা মুহূর্তেতে ছোটে।
ধর ধর করে কেউবা, করে হায়, হায়,
সোরগোল শুনিয়া আসে ঝুমুনার বাপে মায়।
হায় হায় করে সবাই কপালে করাঘাত,
স্বরূপ বেনিয়া কাঁদে মাথায় দিয়া হাত।
হেনকালে সেইখানে আসিল ঘটক,
বলে, সাধু, কর্মফলে আজি তুমি হইলা আটক।
পূর্বেতে স্বীকৃত ছিলা দক্ষিণ রায়ের পূজা,
পূজা না দিলা তুমি তাই এই হেনস্থা।
দক্ষিণ রায়ের মহিমা বল কে বর্ণিতে পারে,
জনার্দ্দন মণ্ডল বলে, শুন সর্বজনে।

(৪)

শুন সর্বজন হয়ে একমন,
কীরূপে রক্ষা পাইলো জামাতা নন্দন।
মোহনেরে স্কন্ধে করি বাঘা লাগিল দৌড়াইতে,
অচৈতন্য জামাতা নিয়া সে আইলো বনেতে।
চতুর্দিকে কাশবন আর সরল বৃক্ষ রাজি,
তারি মাঝেতে বাঘা শিকার আনিল রাখি।
সাধের শিকার রাখি বাঘা হালুম হুলুম ডাকে,
সেই ডাকে সাড়া দিল অষ্টাশীটা বাঘে।
দেখিতে দেখিতে সেথা আইলো বাঘের পাল,
সম্মুখে দেখিয়া শিকার সবে আনন্দে মাতাল।
লম্ফ ঝম্প করে কেহ, পুলকে তোলে সোর,
দক্ষিণ রায়ের চেলারা সব আনন্দে বিভোর।
বাদাবনে আছে এক কাহিনীর প্রচার,
বাবা যারে কোল দেন কি-বা ভয় তার।

এদিকেতে চেতনাহীন মোহন বেনিয়া,
জঙ্গলের শেষে পূজা করে রূপসী রুমুনা।
মাধাই নামেতে ছিল এক কাঠুরে সর্দার,
তার কন্যা রুমুনা সুন্দরীর সার।
কাষ্ঠ কাটে, মোম বেচে, মধু বেচে খায়,
জঙ্গল আর বাদাবনে দিন কেটে যায়।
বনদেবী, বনের মাতা বাদাবনের সার,
সুন্দরী রুমুনা তার পূজার করিছে প্রচার।
নিত্য নিত্য পূজে রুমুনা ভক্তিমতী হইয়্যা,
প্রভাতে চমকাইয়া যায় প্রত্যাদেশ পাইয়া।
বনদেবী বলিছে, কন্যা, তোর দুঃখ হইল দূর,
পতি তোর দ্বারে এল সদরে বরণ কর।
আঠারো ভাটীর উত্তরে আছে দক্ষিণরায়ের থানা,
সেইখানে আটক আছে মোহন বেনিয়া।
মোহন বেনিয়া দেখবি রূপে গুণে ধন্য,
তাহারে আনিয়া দিব কেবল তোরই জন্য।
কুপিত দক্ষিণরায়ের চেলা সব তারে ঘিরে আছে,
এখুনি পাঠাওনা ক্যানে তারে খুঁজি আনতে।
শোনো ওগো, শোনো কন্যা, বলি যে তোমায়,
তাহারেই প্রাণ সঁপিও অন্যথা না হয়।
এই বাক্য শুনিয়া রুমনা ঘরের বাহির হয়,
নিকটেই ব্যস্ত কাজে মাধাইর দেখা পায়।
রুমুনা কয়, শোন বাবা, বনদেবীর এক অপূর্ব বারতা,
এই বাদাবনে আসিয়াছে তোমারি জামাতা।
রুমুনার কথায় মাধাই চমৎকার মানে,
হাতের কাজে বন্ধ দিয়া অবাক হইয়া ভাবে।
এত বড় যুবতী কন্যা কদাচ ঘরের বাহির না হয়,
আজ কেন কন্যা তার এমন কথা কয়।
মাধাইরে চিন্তিত দেখি রুমুনার চক্ষু জলে ভাসে,

দুই হস্ত জোড় করি বনদেবীরে ঘন ঘন ডাকে।
কাতর কণ্ঠে বলিছে রুমুনা, মাগো তুমি অন্তর্যামিনী,
পতিরে মোর রক্ষা কর আমি বড় দুঃখিনী।
কন্যার ক্রন্দনে মাধাই সম্বিত ফিরি পায়,
বিলম্ব না করি আর বনের দিকে ধায়।
এদিকেতে মোহন দেখে, দক্ষিণ রায়ের চেলা
আমোদে আত্মহার হইয়া,
কখনও বা নাচে, কেউবা উল্লাস জানায় ভূমে গড়াগড়ি দিয়া।
এই না ভাল সময় রুমুনা কামনা জানায় মা-বনদেবীর ঠাঁই,
পতিরে মোর রক্ষা কর, আর কিছু নাই চাই।
বাদাবনের কাহিনী শোন এক অপূর্ব ঘটনা,
বাঘের রাজা দক্ষিণ রায়ের সাথে বনদেবীর ছিল যে রটনা।
বনদেবী বলিছে বেটী, তোর কিছু ডর নাই,
রায়কে জব্দ মুই করিব নিশ্চয়ই।
এই কথা বলিয়া দেবী এক পঙ্খীমূর্তি ধরি,
পলকে উড়িয়া গেল মোহনের উপরি।
পঙ্খীমূর্তি ধরি মাতা মোহনকে ডাকি বলে,
সরল বৃক্ষ বাহিয়া উপরে উঠনা এই শুভক্ষণে।
উপরে উঠিয়া তুমি বইস ভাল হইয়ে,
অচিরাৎ মুক্তি তুমি পাবে কুতুহলে।
পঙ্খীর বারতা শুনি মোহনের প্রত্যয় জন্মিল,
ডাইনে বায়ে না চাহিয়া এক বৃক্ষতে চড়িল।
চড়চড়াৎ করি মোহন যখন বৃক্ষে উঠে চড়ি,
দক্ষিণ রায়ের চেলাবৃন্দ ঘিরিয়া ধরিল আসি।
ক্রোধেতে অজ্ঞান হইয়া রায়ের চেলা লম্ফ ঝম্প করে,
একুশ হাত উপরে উঠি মোহন ঠক ঠকাইয়া কাঁপে।
(ওগো) লম্ফ ঝম্প দিয়া বাঘা যখন কিছুই নাই পারে,
বাঘের পালে যুক্তি করি এক নূতন বুদ্ধি ধরে।
একের পৃষ্ঠে আরেক বাঘ তখন লাগিল উঠিতে,

(আহা) যেন ইটের পরে ইট দিয়া দালান লাগিল গাঁথিতে।
অষ্টাশীটা বাঘের শেষে মোহন যখন হাত খানেক দূরে,
ভয়েতে ব্যাকুল হইয়্যা সে তখন বনদেবীরে স্মরে।
শিশুকালে মা জননী বলেছিল যে কথা,
বিপদকালে শুনিল যেন সেই সে বারতা।
বনমাঝে বিপদেতে যদি কখনও পড়,
একমনে মা-বনদেবীর নিদানে ডাকিও।
বনদেবী বনের রাজা জানে সকল লোকে,
বিপদেতে রক্ষা তিনি করেন সকলেকে।
আতঙ্কেতে গলার স্বর বাহিরও না হয়,
মনে মনে ডাকে মোহন যদি বনদেবীর দয়া হয়।
(ওগো) বিধির নিব্বন্ধ বল কে বুঝিতে পারে,
আচমকা ভীমরুলের পাল আইলো ঝাঁকে ঝাঁকে।
ভীমরুল আসিয়া দংশায় বাঘের চৌখে মুখে,
যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বাঘের পাল নড়াচড়া করে।
নড়া চড়ায় বাঘের মেল গেল আলগা হইয়া,
ঝপা ঝপ পড়ে বাঘ চৌদিকে ছড়াইয়া।
অস্থির বাঘের পাল যন্ত্রণায় দৌড়াইতে লাগিল,
দণ্ডমধ্যে বৃক্ষতল ফাঁকা হইয়া গেল।
(ওগো) এই মতে কতকক্ষণ হইল গত কিছু নাই মনে,
দেখিতে দেখিতে ভানু উঠিল মধ্যম গগনে।
এই না ভাল সময় মাধাই বন মধ্যে আসে,
দূরেতে থাকিয়া এই তাজ্জব কাণ্ড দেখে।
উপরে থাকিয়া মোহন ডাকে ঘন ঘন,
পিপাসায় কাতর কণ্ঠ, শরীর অবসন্ন।
(ওগো) বনদেবী বনের রাজা অপার মহিমা,
পলকে নিজের আঁচল দিল যে বিছাইয়া।
(ওগো) উপর হইতে মোহন যখন পড়িল ভূমেতে,
বাজ পঙ্খীর রূপ ধরি মাতা তুলি নিল ডানাতে।

অতি সাবধানে তারে শোয়াইয়্যা বনের ভিতরে,
শুকপঙ্খী হইয়্যা ডাকে মাধাই কাঠুরিয়ারে।
নিকটে আসিয়া দেখে মোহন হইয়াছে অজ্ঞান,
বস্ত্র দিয়া হাওয়া করি মাধাই জলের খোঁজে যান।
বনদেবীর মহিমায় নিকটে এক সরোবর আছিল,
সেই না জলের ধারায় মোহন চৌক্ষু যে মেলিল।
যেন কোন কথা স্মরণ নাই অবাক হইয়া চায়,
মাধাইরে দেখিয়া মোহনের তরাসে বুক শুকায়।
মাধাই বলে, চল সাধু চিন্তা আর ক্যানে,
বনদেবীর আজ্ঞায় তোমায় নিতে আসিয়াছি এইক্ষণে।
ভূমেতে দাঁড়াইয়া মোহন তবু ভয় পায়,
কী জানি কোন ছলা বুঝি করে দক্ষিণ রায়।
মাধাই বলে, সাধু, এবে চল শীঘ্র গতি,
কী জানি কখন দেখা দিবেন রায় মহামতী।
এই পর্যন্ত বলিয়া দুজনে লাগিল চলিতে,
পথি মধ্যে দেখা হল দক্ষিণ রায়ের সাথে।
বাঘের বেশেতে রায় পথ আটকাইয়া রয়,
দেখিয়া রায়ের মূর্তি মোহন পুনঃ ভিরমি খায়।
রায় বলে, অনেক কষ্টে তোদের পাইয়াছি এইক্ষেণে,
এক এক থাবায় শেষ করিব মোর শত্রু দুইজনে।
বাদাবনে করি বাস বেটা মোরে নাহি ডরিস,
কোথাকার বনদেবী তারে পূজা করিস।
আজ তোদের বধিব পরাণ দেখি কেবা রক্ষা করে,
মোর এলাকায় আসি মোর শিকার কেবা নিতে পারে।
মাধাই বলে, প্রভু, তবে এক নিবেদন করি,
বাদাবনে বাস করি তোমায় নিত্য স্মরণ করি।
মুনিষ্যের রক্তে যদি তোমার এতই তিয়াষা,
ওরে ছাড়ি মোরে খাও, পুরাও তোমার আশা।
রায় বলে, তুই হলি বনদেবীর শিষ্য,

তোরে খাইলে তার সাথে মোর বিবাদ হইবে অবশ্য।
এই বেটার দোষ কিন্তু অনেক, যার লেখাজোখা নাই,
পূর্বেতে স্বীকৃত ছিল সেবা তার খেয়াল কেন নাই।
কোন কথা না শুনিব ছাড় উহার দেহ,
ব্যতিরকে দুইজনারই মৃত্যু হইবে অবশ্য।
ভয়েতে কাতর মাধাই তবু ডাকে, মা বনদেবী,
অসময়ে সদয় হও মা দেখা দাও গো আপুনি।
শুনিয়া মাধাইর কথা অট্টহাসি হাসে রায়ের দল,
ভূত, প্রেত, দত্যি, দানা, পিশাচে তোলে সোরগোল।
রায় বলে, কাঠুরের পো আমায় না দিস কোন দোষ,
একই সঙ্গে সাবাড় করি দুজনায় হইব সন্তোষ।
মোহনকে লইয়া কোলে মাধাই ঘনঘন ডাকে,
তাহার কান্দন পৌঁছাইলো বনদেবীর কাছে।
ভক্তের বিপদ বার্তা দেবী শুনিতে পাইয়া,
নিমিষে আসিল সেথা রণমূর্তি হইয়া।
আসিয়া দেখেন, রায় করিয়াছে আড়ি,
এখনও না সামাল দিলে বিপদ ভারী।
বনদেবী বলে, রায়, সম্বর আপুনি,
মোর ভক্তের বিপদ কেন ডাকিছ যাদুমণি।
রায় বলে, তোমার ভক্তের উপর আমার বাসনা কিছুই নাই,
বেনিয়াপুত্রের টাটকা রক্ত অবশ্যই আমার চাই।
বিবাহের পূর্বেতে স্বীকৃত ছিল দিবে মোরে পূজা,
সে কথার খেলাপে তাই দিলাম এই সাজা।
বনদেবী বলে, রায়, কাজিয়া বন্ধ কর,
এখন হইতে পূজা তুমি পাইবা বিধিমত।
রায় বলে, শুনিয়াছি এই বেটা জামাই হবে মাধাইর,
এর পরে কি আর ফিরে দেখা পাইব উহার।
বনদেবী বলে, শুন, রাজা বাদা বনের,
আমার বাক্য লঙ্ঘন করে সাধ্য কি এই নরের।

এতক্ষণে মোহনের মূর্ছা ভঙ্গ হয়,
নিকটের দৃশ্য দেখি তরাসে বুক শুকায়।
কী অপরূপ দেবীমূর্তি পূর্বেতে না দেখি,
বুড়া বুড়ির কাছে ইহার শুনিয়াছি কত না কাহিনী।
বনদেবী বলে, বাছা, তোমরা যাও গৃহে চলি,
তোমাদের পথ চাহি বসি আছে রুমুনা সুন্দরী।
আজি হতে দ্বাদশ দিনে শুক্লা অষ্টমীর রাতে,
দুই পূজা একত্রে কর ভক্ত, কর ভক্তি ভাবে।
এই কথা বলিয়া দেবী অদৃশ্য হইল,
আশীর্বাদ করিয়া রায় প্রস্থান করিল।
দেখিতে দেখিতে রবি ঢলিল পশ্চিমে,
রুমুনা ঝুমুনায় কান্দে দুই জনায় দুই গাঁয়ে।

(৫)

(হারে) কান্দে সাধু স্বরূপ বেনিয়া,
তাহার ক্রন্দনে কান্দে বনের তরুলতা।
বক্ষে করাঘাত করি কাঁদে ঝুমুনার মাতা,
অবনী লোটাইয়া কান্দে রূপসী ঝুমুনা।
এইরূপে কয়দণ্ড হইল গত, কিছুই নাই থির,
হেনকালে দক্ষিণ রায় মনুষ্য বেশে হইল হাজির।
বলে, শোন সাধু, বলি তোমায় অপূর্ব ঘটন,
কুশলে বাঁচিয়া আছে তব জামাতা নন্দন।
পূজা কর বিধিমত ভক্তিযুক্ত হইয়া,
অচরিৎ পাবে দেখা দক্ষিণ দিকে গিয়া।
বনমধ্যে কাঠুরিয়া মাধাইয়ের নিবাস,
সেই ঘরে তোর জামাই করিতেছে বাস।
ছাগ বলি দিয়া রায়ে সন্তুষ্ট করিয়া,
ঝুমুনারে লইয়া যাও ত্বরান্বিত হইয়া।
দৈববাণী শুনি সবে চমকিত হইয়া,

ভূমি শয্যা ত্যাজি দেখে এদিক ওদিক চাইয়া।
আচম্বিতে দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্ররূপ ধরি,
কাননে চলিয়া গেল মহা হুহুঙ্কার ছাড়ি।
রায়ের বাক্যেতে সবে পুলকিত হইয়া,
আয়োজন করে পূজার ভক্তিমান হইয়া।
শুভক্ষণ দেখিয়া সবে যাত্রা করে কেঁদোখালি গাঁয়ে,
সেইখানে রায়ের থানে শত ছাগ বলি দেয় মহতি উল্লাসে।
ঢাক, ঢোল, কাড়া বাজে সারিন্দাদি সানাই,
সাঁঝ সন্ধায় পৌঁছে সবাই মাধাইয়ের ঠাঁই।
দুরেতে মাধাইয়ের বাড়ি ঐ দেখা যায়,
বিবাহের মঙ্গলবাদ্যে সকলে চমকায়।
এত বড় হৈ-চৈ এই না বাদাবনে,
না জানি কার বিবাহ এই না শুভক্ষণে।
দূরেতে বাদ্য শুনি মাধাই মশাল নিয়া হাতে,
আগুরিয়া হৃষ্ট মনে সকলকে ডাকে।
থমকিয়া দাঁড়ায় সবে আসি মাধাইয়ের কুটীরে,
এ কি অসম্ভব কথা মোহন সাজিয়াছে বর বেশে।
পাশেতে রুমুনা সতী যেন লক্ষ্মীনারায়ণ,
সূর্য পাশে চন্দ্র শোভিল যেমন।
মুখে নাহি বাক্য কারো নির্বাক হইয়া রয়,
হুতাশে ঝুমুনা সতী মূর্ছাগত হয়।
কেহ আনে জলের ঘটি, বাতাস দেয় বা কেহ,
রুমুনা বলে, দিদি, মোরে ভগ্নী মান্য কর।
তুমি মোর দিদি হও মোর মাথে থাকিও,
দুঃখিনী ভগিনীরে চরণে ঠাঁই দিও।
মা-বনদেবীর আদেশে আজি তারে পতি বলে মানি,
নিশি প্রভাতে পতি-সনে যাইও তুমি, যেথা ইচ্ছা করি।
কী-রূপে বাঁচিল পতি তব জিজ্ঞাসিও তারি,
ভাল মন্দ নাহি জানি কেবল বনদেবীরে স্মরি।

পিতার সাক্ষাতে শুনিয়াছি তোমরা রায় ঠাকুরের চেলা,
হই যদি বনদেবীর কন্যা মোরে না করিও হেলা।
এই সত্য করি আজি তোমার গাত্র ছুঁই,
তোমার সুখের পথের কাঁটা কভু না হইব মুই।
স্বামী সঙ্গে নিশ্চিন্তিতে সুখে নিশি যাপ,
দরিদ্র ভগিনীর পিত্রালয়ে আতিথ্য গ্রহণ কর।
ঝুমুনা বলে, ভগ্নী বুঝিলাম সার,
সকলই দেবতার ইচ্ছা মোরা নিমিত্তের ভার।
আজি হতে মোরা দুই বোন রহিব একত্রে,
জয়া-বিজয়া দাসী যেমন বিষ্ণু পদতলে।
এত বলি ঝুমুনা তখন হাতের কাঁকণ, গলার হার আর
সিঁথিপাটী যত,
নিমিষে খুলিয়া তাহা সাজায় রুমুনায় রাজনন্দিনীর মত।
বরণডালার সিঁদুর নিয়া রুমুনার সিঁথিতে পরাইলো,
দক্ষিণ রায়ের স্মরণ করি আশীষ মাঙিল।
এই না ভাল সময় নিশি প্রভাত হইল,
কাক কুকিলায় তোলে রোল ঝুমুনার কোলে
রুমুনা কাঁদিতে লাগিল।
রুমুনা বলে, দিদি, আমি অতি অভাজন,
কেমনে সঁপিয়া দিলা তব পতিধন।
ঝুমুনা বলে, বোন, মনে না করিও আন,
তোর তরেই ফিরে পেলাম আমার স্বামী ধন।
এদিকেতে বেটার নিরুদ্দেশের বার্তা অবনীচাঁদ কানেতে শুনিয়া,
মূর্ছাগত হইয়াছিল দিন ক্ষণ না গণিয়া।
নিশি যোগে স্বপ্ন দেখে, বাবা দক্ষিণ রায়,
বাঁচাইয়া দিয়াছে তার পুত্র সদাশয়।
খবর পাইয়া সাধু তখন রায়মঙ্গল হইতে,
লোকলস্কর নিয়া আসে মাধাইয়ের বাড়িতে।
মাধাই বলে, পূর্বজন্মের সুকৃতি আর মা বনবিবির দয়া,

তাহা না হইলে কি আর পাইতাম বনবিবির দেখা।
সাধুর সেরা অবণীচাঁদ বলে, হরিষ অন্তরে,
বেটা আমার ফির‍্যা পাইলাম, দুই কন্যাও সেই সঙ্গে।
মাধাই বলে আপনি যে সদাশয় ব্যক্তি ভাটি
দেশের সবাই তা জানে,
আপনার অভিরুচি মত কার্য এক্ষণে করুন না ক্যানে।
কিন্তু বিয়াই একটা নিবেদন রাখি তব কাছে,
যাত্রাকালে বনদেবী আর রায় বাবার পূজা দিতে হবে।
আপনার এক মাতা ভক্ত রায় ঠাকুরের আর এক মাতার
উপাস্য বনদেবী,
দুইওজনায় একত্রে থাকুক এই মোর মিনিতি।
বনদেবী বনের মাতা সর্বলোকে জানে,
বাবা রায়ের মাহিত্ম্যও কেউ না অমান্য করে।
আজি হতে আমার জ্ঞাতী, বন্ধুবর্গ যে যেখানে আছে,
মা-বনদেবী আর দক্ষিণ রায়ের পূজে যেন একই সঙ্গে করে।
স্বরূপ বলে, বেয়াই, তবে আর বিলম্ব কেন,
পূজা অন্তে আমাদের যাত্রার যোগাড় কর।
আজ্ঞা পাইয়া মাধাই তখন যাত্রার আয়োজন করে,
সাদরে নিমন্ত্রণ করে স্বরূপ, ভাটীর লোকজনে।
কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ নৃত্য করে,
রুমুনা ঝুমুনারে সঙ্গে করি মোহন যাত্রা করে।
অঞ্চলে বাঁধিয়া ফুল, বাবা দক্ষিণরায়ের,
বনবিবি (বনদেবী) তলার মাটি লইল শিরোপরে।
অবনী সাধু বলে, বেয়াই তুমি চল মোদের সঙ্গে,
আনন্দে কাটাব দিন করি নানা রঙ্গে।
মাধাই বলে, বেয়াই তোমার বচনে মুই হইলাম পরিতুষ্ট,
এইখানেই থাকিবো মুই না হবে মোর কোন কষ্ট।
বাবা রায়ের দয়ায় আর বনদেবীর কৃপায়,
কিছুরই আর অভাব মোর নাই এ ধরায়।

যে দিন হইতে বাবার দয়া পাইয়াছি সার,
ঘরেতে বসিয়া মোম মধু পাই ভাড়ে ভাড়।
কাষ্ঠ বেচি, মোম বেচি দুঃখ কিছু নাই,
সাঁঝ সঞ্ঝায় পূজি মুই দুই দেবতায়।
তোমাদের কুশল মাঙি যাত্রা ত্বরা কর,
পথেতে আঁধার নামলে বিপদ হবে বড়।
এই কথা বলিয়া মাধাই বিদায় দেয় কন্যায়,
করজোড়ে কুশল মাঙে কন্যা জামাতায়।
বাবা দক্ষিণ রায় ভাটীর দেশের রাজা,
বাদাবনের বনদেবী (বনবিধি) যে গো তাহারি মিতা।
আধম জনার্দ্ধন মুই কী কহিতে পারি,
বনদেবী, দক্ষিণরায়ের নামে একস্ত্রে দিও জয়ধ্বনি।

————-

(চিত্তরঞ্জন দেব-এর “বাংলার লোক-গীত-কথা” থেকে নেওয়া)

সুদীপ্ত মুখার্জি, ইন্সটিট্যুট অফ ফিসিক্স।